distributor: www.bhuiyan.com ~ ePost: info@bhuiyan.com ~ fax: +49 69 1330 5601 636

সাগরদাঁড়ি

বদিউর রহমান

মধুকবির জন্মভূমি যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার সাগরদাঁড়ি গ্রাম। এই গ্রামের পাশ দিয়েই প্রবাহিত কপোতাক্ষ নদ। মধুসূদনের জন্ম ১৮২৪ সালে। মৃত্যু ১৮৭৩ সালে, আজ থেকে ১৩০ বছর আগে। কিন্তু আজও কী এক আকর্ষণে প্রতিদিন শত শত মানুষ ছুটে আসে কবির স্মৃতিবিজড়িত সাগরদাঁড়িতে। কেবল মধুসূদন, পিতা রাজনারায়ণ দত্তের বাড়ি নয়, বরং সমগ্র এলাকাজুড়েই গড়ে উঠেছে মধুকবির স্মৃতির এক সাগরদাঁড়ি, এ যেন অন্য এক সাগরদাঁড়ি। যশোর জেলা শহর থেকে সাগরদাঁড়ির দূরত্ব সড়ক পথে ৫০ কিলোমিটারের মতো।

না। সাগরদাঁড়ির সেই কপোতাক্ষ নদ এখন আর কারোর দৃষ্টি কাড়ে না। নেই তার কোনো কুলকুল ধ্বনি। সুদূর ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে ভার্সাই নদীর কুলধ্বনিতে একদিন কবি 'সতত হে নদ, তুমি পড় মোর মনে/সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে' বলে যে 'সুখস্মৃতির মনপোড়ানি'র (নস্টালজিয়া) প্রকাশ করেছিলেন; যা যেকোনো বাঙালিকেই মনপোড়ানিতে পুড়িয়ে মারে; সেই নদী এখন ক্ষীণপ্রবাহ। বলা যায় হীনপ্রবাহ। দেখে কচুরিপানা চাষের আদর্শ খামার মনে হতে পারে।

এই শিমুল গাছের পাশেই গড়ে উঠেছে জেলা পরিষদের ডাকবাংলো। দুখানা থাকার, একখানা খাবার ঘরবিশিষ্ট এই ডাকবাংলোর একটি ঘরে আছে 'মাইকেল মধুসূদন পাঠাগার'। বিগত শতকের ছয়ের দশকের শুরুতে চালু এই ডাকবাংলো জেলা পরিষদই পরিচালনা করে। পাঠাগারে প্রায় ১ হাজার ৫০০ বই থাকলেও পাঠক তেমন নেই বলেই জানালেন এর পরিচালক। তবে বনভোজন বা ভ্রমণ উপলক্ষে প্রতিদিন প্রচুর জনসমাগম হয় এখানে। এই ডাকবাংলোর সামনে দুটি ফলকে কবির দুটি সনেট খোদাই করা আছে পাথরে। আছে কিছু বাগান আর বসার জন্য বাঁধানো বেঞ্চি।

ডাকবাংলো থেকে বেরিয়ে বাম দিকে রাস্তা ধরে এগোতেই ডান দিকে 'সাগরদাঁড়ি মাইকেল মধুসূদন ইনস্টিটিউশন' নামে বিদ্যালয়। ১৯৪৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৫০০র মতো, আর শিক্ষক ২০ জন। এই বিদ্যালয়ের একটা অংশে ১০ শতক জমির ওপর গড়ে উঠেছে 'মাইকেল একাডেমি'। একান্তই বেসরকারি, ব্যক্তি উদ্যোগের এই প্রতিষ্ঠানটিতে রয়েছে চারটি শাখা। সঙ্গীত, নাটক, জাদুঘর এবং গ্রন্থাগার। মধুসূদন একাডেমির সঙ্গীত বিভাগে প্রায় ১০০ ছাত্রছাত্রী গান শেখে তিন জন শিক্ষকের কাছে। মধুসূদন রচিত নাটক মঞ্চায়ন ও নাটক নিয়ে গবেষণা একাডেমির নাট্য বিভাগের কাজ। ইতিমধ্যেই তারা 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'একেই কি বলে সভ্যতা?' ইত্যাদি নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। কেবল সাগরদাঁড়িতেই নয়, বাইরেও এসব নাটক অভিনয় করেছেন একাডেমির শিল্পীরা। মাইকেল মধুসূদনের স্মৃতিবিজড়িত এবং তার নানা ছবি ও লেখার প্রতিচ্ছবি নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে একাডেমির জাদুঘর। প্রতিদিন বহু লোক আসেন এই জাদুঘরে। আসেন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-শিক্ষক দলে দলে, বহু দূর থেকে। প্রায় ২ হাজার বই নিয়ে একাডেমির গ্রন্থাগার। মধুসূদনের লেখা এবং তাঁর সাহিত্যকর্মের বিশ্লেষণাত্মক নানা বইয়ের সমারোহ আছে এই গ্রন্থাগারে। এই 'মধুসূদন একাডেমি' থেকে বের হলেই সামনে 'মধুপল্লী'। 'মধুপল্লী' সাগরদাঁড়ির মূল আকর্ষণ। মধুসূদনের পূর্বপুরুষের বসতবাড়ি। এখানেই

বাংলাদেশের রাজনীতি ব্যতিত যে কোন বিষয়ে বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ, রচনা ও গবেষণাপত্র পাঠিয়ে দেশে বিদেশে বসবাসরত সকল বাঙালীদের নিকট আপনার মেধার অলো পৌঁছে দিন আমাদের মাধ্যমে।
এ সংস্করণটি ভূইয়াঁ বর্ণে সঙ্কলিত বলে কম্পিউটারে কোন বাংলা বর্ণের প্রয়োজন হবে না। শুধুমাত্র অ্যাক্রোব্যাট রিডার থাকলেই এটি পড়া ও ছাপানো সম্ভব। তাই, যে কোন বাংলাভাষা ভাষীর নিকট
তড়িৎডাকে এটি সংযুক্ত করে প্রেরণ করলে প্রাপক অনায়াসে পড়তে ও ছাপতে পারবে। আর্ন্তজালে বাংলাভাষা ব্যবহারে সকলকে উৎসাহিত করুন।
প্রকাশকাল: দৈনিক প্রথম আলো, ২৭/০৪/২০০৩। দেশী পণ্য ক্রয় করুন - আপনার ও আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।

distributor: www.bhuiyan.com ~ ePost: info@bhuiyan.com ~ fax: +49 69 1330 5601 636

জন্ম মধু কবির। ১৮ বিঘা জমির ওপর এই 'মধুপল্লী'। 'মধুপল্লী'র রক্ষণাবেক্ষণের কাজ শুরু হয়েছিল সেই পাকিস্তান আমল থেকেই। তখন এর পরিচালনা এবং দেখাশোনার ভার ছিল যশোর জেলা বোর্ডের।

এখন যেকোনো জায়গা থেকে সরাসরি গাড়িতে চলে আসা যায় মধুপল্লীতে। কবির প্রতি বাঙালির কৃতজ্ঞতা আর এই মহৎ কবির স্মৃতিকে বাঙালি মননে চির ভাস্বর করে রাখার উদ্দেশ্যেই এর যাত্রা শুরু। এতে নতুন মাত্রা যুক্ত হলো ২০০০ সালে। একে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে প্রকল্পভুক্ত করা হলো। ৯ কোটি টাকার এই প্রকল্পে একে একটি আধুনিক পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। প্রথম পর্যায়ে ১ কোটি ৮৮ লাখ টাকার বরাদ্দ এলে নির্মিত হয় সীমানা প্রাচীর, তিনটি নতুন ভবন, সংস্কার করা হয় চারটি ভবনের। নতুন ভবনের মধ্যে আছে বিশ্রামাগার, টিকেট ঘর এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীর কোয়ার্টার। আর সংস্কার করা হয়েছে কবির স্মৃতিবিজড়িত বসতবাড়ির বিভিন্ন ঘর। কবির মূল বাড়ি টানা একতলা ভবন। এর ছয়টি কক্ষের পাঁচটি গড়ে উঠেছে জাদুঘর হিসেবে। যেখানে আছে কবির পরিবারের ব্যবহৃত বিভিন্ন আসবাবপত্র, কিছু পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি। একটি কক্ষে গ্রন্থাগার। নামেই গ্রন্থাগার। যার বর্তমান বইয়ের সংখ্যা ৩৭৯। মূল বাড়ির কাছারিঘর ব্যবহৃত হয় ভিজিটর্স রুম বা বিশ্রাম কক্ষ এবং অফিস ঘর হিসেবে। এ ছাড়া আছে বেশ বড় মাপের পূজার ঘর, 'দেবালয়' নামেই এর পরিচিতি। এর পেছন দিকে মূল বসতবাড়ির এক কোণে বাইরে আছে চারকোণা করে বাঁধানো একটি স্মৃতিস্তম্ভের মতো। এখানেই দত্ত পরিবারের আঁতুরঘর। এই আঁতুরঘরেই মহাকবি মাইকেল মধুসূদনের জন্ম। মূল বাড়িতে রয়েছে আরো কয়েকটি কক্ষ। প্রয়োজনীয় সংস্কার করা হয়েছে এগুলোর। কিন্তু পড়ে আছে অব্যবহৃত। পরিকল্পনা ছিল সব কক্ষ মিলিয়েই গড়ে তোলা হবে একটি পরিপূর্ণ সংগ্রহশালা, একটি প্রথম শ্রেণীর জাদুঘর।

সেই উদ্দেশ্যে তত্ত্বাবধায়কের পদ সৃষ্টি করা হয়, নির্মিত হয় তত্ত্বাবধায়কের আবাস ভবন। প্রকল্পের অধীনে নিয়োগ করা হয় একজন তত্ত্বাবধায়কসহ ছয় জন কর্মকর্তা-কর্মচারী। কিন্তু আজ মফস্বলে চাকরি করার মানসিকতার অভাবে একমাত্র কর্মকর্তা অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক তার নতুন কর্মস্থলে যোগদান করেননি। বাকি যারা যোগদান করেছেন তারা আছেন এখানে। কাজও করছেন। কিন্তু সেই পাঁচ জন কর্মচারীর বেতন বন্ধ হয়ে আছে গত জুলাই থেকে। কারণ প্রকল্পে টাকা নেই। কেউ বলেন, ৯ কোটি টাকার সেই প্রকল্প বাতিল হয়ে গেছে। তবুও এই কর্মচারীদের আশা একদিন এই প্রকল্প আবার চালু হবে। তাদের বেতন হবে। আবার নড়েচড়ে সেজেগুঁজে গড়ে উঠবে প্রত্যাশার 'মধুপল্লী'। আলাপ করলে মনে হয়, মধুস্মৃতির সঙ্গে একাত্ম, নিবেদিতপ্রাণ তরতাজা সব সংস্কৃতিকর্মী। এ ছাড়া এই মধুপল্লী দেখাশোনার জন্য আছেন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে নিয়োজিত নয় কর্মচারী। সাগরদাঁড়ির আরেক আকর্ষণ 'মধুমেলা'। প্রতিবছর কবি মধুসূদন দত্তর জন্মদিন ২৫ জানুয়ারিকে কেন্দ্র করে সাত দিনব্যাপী চলে এই মেলা। গত শতকের ছয়ের দশকে স্থানীয় উদ্যোগেই শুরু হয় এই মেলা। শুরুতেই ছোট আকারের হলেও এখন সাগরদাঁড়ির মধুমেলা এক বিশাল আয়োজন, ব্যাপক কর্মযজ্ঞ। দেশ স্বাধীনের পর ১৯৭২ সালেই সরকারি উদ্যোগে আয়োজিত হয় এই মেলা। এলাকার বয়োবৃদ্ধরা জানালেন, ১৯৭২ সালে দুই মন্ত্রী এম মনসুর আলী এবং মিজানুর রহমান চৌধুরী এসেছিলেন এই মেলায়। সেই থেকে প্রথমে যশোর জেলা প্রশাসন পরে কেশবপুর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় এই মেলা।

দেশ-বিদেশের দর্শনার্থীদের সুবিধার জন্য কেশবপুর রাস্তা ধরে

বাংলাদেশের রাজনীতি ব্যতিত যে কোন বিষয়ে বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ, রচনা ও গবেষণাপত্র পাঠিয়ে দেশে বিদেশে বসবাসরত সকল বাঙালীদের নিকট আপনার মেধার অলো পৌঁছে দিন আমাদের মাধ্যমে।
এ সংস্করণটি ভূইয়াঁ বর্ণে সঙ্কলিত বলে কম্পিউটারে কোন বাংলা বর্ণের প্রয়োজন হবে না। শুধুমাত্র অ্যাক্রোব্যাট রিডার থাকলেই এটি পড়া ও ছাপানো সম্ভব। তাই, যে কোন বাংলাভাষা ভাষীর নিকট
তড়িৎডাকে এটি সংযুক্ত করে প্রেরণ করলে প্রাপক অনায়াসে পড়তে ও ছাপতে পারবে। আর্ন্তজালে বাংলাভাষা ব্যবহারে সকলকে উৎসাহিত করুন।
প্রকাশকাল: দৈনিক প্রথম আলো, ২৭/০৪/২০০৩। দেশী পণ্য ক্রয় করুন - আপনার ও আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।

distributor: www.bhuiyan.com ~ ePost: info@bhuiyan.com ~ fax: +49 69 1330 5601 636

মধুপল্লীতে ঢোকার দোরগোড়ায় সম্প্রতি গড়ে উঠেছে পর্যটন করপোরেশনের একটি আধুনিক মোটেল। ২০০০ সালে 'মধুপল্লী' আধুনিকায়নের প্রকল্পের সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল এটি নির্মাণের পরিকল্পনা। নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত এই মোটেল সাগরদাঁড়ি ভ্রমণকারীদের আকৃষ্ট করবে নিঃসন্দেহে।

বাংলার এই মহাকবির স্মৃতিধন্য 'মধুপল্লী'র পরিত্যক্ত বা বাতিলকৃত প্রকল্প আবার জীবন পাক। প্রকল্পের পরিকল্পনা অনুযায়ী গড়ে উঠুক মধুপল্লী। আকৃষ্ট হোক দেশ-বিদেশের দর্শক-পর্যটক, মধুসূদন গবেষক। তাদের পদভারে প্রকম্পিত হোক সাগরদাঁড়ির জনপদ। সেই সঙ্গে ভেবে দেখা যেতে পারে হীনপ্রবাহ কপোতাক্ষে আবার স্রোত বহানো যায় কি না? এই-ই প্রত্যাশা সাগরদাঁড়িবাসী আবালবৃদ্ধবনিতার।

বদিউর রহমান : কলাম লেখক।

বাংলাদেশের রাজনীতি ব্যতিত যে কোন বিষয়ে বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ, রচনা ও গবেষণাপত্র পাঠিয়ে দেশে বিদেশে বসবাসরত সকল বাঙালীদের নিকট আপনার মেধার অলো পৌঁছে দিন আমাদের মাধ্যমে।
এ সংস্করণটি ভূইয়াঁ বর্ণে সঙ্কলিত বলে কম্পিউটারে কোন বাংলা বর্ণের প্রয়োজন হবে না। শুধুমাত্র অ্যাক্রোব্যাট রিডার থাকলেই এটি পড়া ও ছাপানো সম্ভব। তাই, যে কোন বাংলাভাষা ভাষীর নিকট
তড়িৎডাকে এটি সংযুক্ত করে প্রেরণ করলে প্রাপক অনায়াসে পড়তে ও ছাপতে পারবে। আর্ন্তজালে বাংলাভাষা ব্যবহারে সকলকে উৎসাহিত করুন।
প্রকাশকাল: দৈনিক প্রথম আলো, ২৭/০৪/২০০৩। দেশী পণ্য ক্রয় করুন - আপনার ও আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।